The Dhaka University Journal of Linguistics : Vol. 12, No. 23-24, Published by the Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098

সোমেন চন্দের ইঁদুর গল্পের শৈলীবিচার

মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান*

Abstract: There are many branches of literature; short story is one of them. There is a distinctive technique and style to write a short story. Language can be a tool of use during the process of recognition which can be described as notion of a subtle feeling. The simple act of viewing an artwork can be seen as having a storyline, as one goes from perspective analysis, frequently concluding with some kind of judgement. We also remark same thing about Somen Chanda, one of the best short story writers on Bangla language. He had written some of the best short stories, `Idur' is one of the greatest writings because he had used in this story certain style and tone to craft the story. Somen chanda had made another master piece 'Idur' (Rats) by using different syle created by the choice of literary devices that were used to create the story, such as imagery, symbolism, allegory, personification and so on. As Somen was a Marxist activist, trade union leader and progressive writer, these all things were influenced his writings. He was the Proletraiat writer. He always wrote against conspiracy. Idur is a symbolic essay, where had been discussed about the real history of the middle-family crisis especially poverty, here also had been mentioned the conspiracy of the landloard and the powerfull person in the society. The main character of the story is Suku, his mother Konok and his father. Suku was seen as a leader and he always were fighting against poverty, conspiracy, discrimination. At the end of the story all problems had been solved by buying the machine of catching rats. This article attemped to reopen the window of the story 'Idur' (Rats) by applying stylistics techniques and rules.

চাবি শব্দ: শৈলী, ছোটগল্প, ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, সঙ্গতি, প্রমুখন, সমান্তরতা, রূপক, ভাষারীতি

১. ভূমিকা

সোমেন চন্দ গণমানুষের লেখক হিসেবে পরিচিত। তাঁর লেখায় সমাজের নির্যাতিত, নিপতিত অসহায় মানুষের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে। মানবিক গুণাবলিকে আশ্রয় করে

* সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্ভাবনার অপার জগত বিস্তারণ, সুস্থ-সচেতন জীবন-অভীপ্সা, অধীত বিদ্যা, জীবনঘনিষ্ঠ জীবনবোধ তথা অভিজ্ঞতাকে শিল্পমণ্ডিত করার অপরিসীম দক্ষতাসম্পন্ন লেখক তিনি। সৌখিন সাহিত্যের বিপরীতে গণমানুষের ও মার্কসবাদী সাহিত্যের চেতনা ধারণ করে তিনি সাহিত্য আন্দোলনে খুঁজেছেন শোষিত মানুষের মুক্তির পথ। সমাজের অত্যাচারিত মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে তাঁর কলম সৈনিক হয়ে দেখা দিয়েছে। ইঁদুর' গল্পে তারই স্বাক্ষর পাওয়া যায়। প্রতীকী 'ইঁদুর' গল্পে তিনি সাম্যবাদী চিন্তার পরিস্ফুটন ঘটিয়েছেন নিপুণ হাতে। অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, বঞ্চনার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে তিনি সাধারণ মানুষের কল্যাণের পথ খুঁজেছেন এ গল্পে। ইঁদুর এখানে প্রতীকী আখ্যানে উপস্থাপিত-যার বেদীমূলে মূলত নিষ্পেষিত মানুষের মুক্তিকামনার বীজ নিহিত।

২. মূল বক্তব্য

স্বল্পায়ু উদীয়মান সোমেন চন্দের 'ইঁদুর' গল্পটি সামাজিক মানুষের দুঃখগাথা জীবনের আখ্যান। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবহমান দারিদ্র্যের প্রতীক এই ইঁদুর। নিম্ন-মধ্যবিত্ত অসহায় একটি পরিবার অবিরাম ইঁদুরের উৎপাতের মতো একটা না একটা অর্থনৈতিক দুর্দশার কবলে নিপতিত। তাই আপাতদৃষ্টিতে অসংলগ্ন কতগুলি পারিবারিক ও সামাজিক চিত্রাবলিকে এই ইঁদুর ধারণাই একটা টান টান উত্তেজনায় ধরে রেখেছে (মজুমদার ও মজুমদার, ২০১০)। একটি সংসারের কাহিনি সুচারুরূপে বিধৃত হয়েছে প্রতীকী ইঁদুরের জ্বালা ও উৎপীড়নের মাধ্যমে। সুকুদের পরিবারে অভাব অনটন নিত্য সঙ্গী। সুকুমারের (সুকুর) বাবা এখানে সংসারের হর্তাকর্তা হিসেবে প্রভাবশালী ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও সংসারের দায় নেয়ার মতো মানসিকতা কখনও কখনও অনুপস্থিত। সুকুর মা সারাদিন সংসারের ঘানি টানতে টানতে অসহায় ও নিষ্পেষিত। তার ওপর সুকুর বাবার অযাচিত বিরূপ আচরণ সুকুকে ভাবায়, তার কাছে মুক্তির বাসনা মনের গহীনে দানা বাঁধতে থাকে। সুকু একটি প্রবল চরিত্ররূপে এই গল্পে উপস্থিত। মানবিক দীক্ষায় উজ্জীবিত দুই দশকের বয়সী সুকু সবসময় অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অন্তিমলগ্নে সোমেন চন্দের ইঁদুর গল্প রচিত হয়। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত পরিবারের ক্রমশ জমিদারি ব্যবস্থার দাপটের বিরুদ্ধে প্রান্তিক মানুষের জেগে ওঠা এবং সেই সঙ্গে নারী-নিপীড়িত ব্যক্তিত্ব, জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং দ্রোহবাসনা প্রভৃতি ইঁদুর গল্পে রূপ পেয়েছে। জনমানুষের কল্যাণে আত্মনিবেদিত সংগঠনসংশ্লিষ্ট সুকু শাসকগোষ্ঠীর শোষণের বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সদা তৎপর। সংসারে ইঁদুর নামক প্রাণিটি সর্বক্ষণ জ্বালাতন করলেও ইঁদুর মারার কল কেনার সামর্থ্য তাদের নেই। ইঁদুরের উৎপাতের মতো জীবনের আষ্টেপৃষ্ঠে লেগে আছে সংসারের অভাব অনটন।

দুটি অনাকাঙ্ক্ষিত প্রত্যয় যেন সর্বদা তাদের নিয়তির সঙ্গী হয়ে দেখা দিয়েছে। সংসারের এই যাঁতাকলে নিষ্পেষিত জীবন থেকে সুকু যেমন মুক্তির অন্বেষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তেমনি রাষ্ট্র নামক যন্ত্রের দখলদারি কায়েমী স্বাথবাদী শোষকের বিরুদ্ধে সর্বদাই অকুণ্ঠ প্রতিবাদে সক্রিয়। প্রত্যাশার বাতিঘরে আশার আলো সঞ্চারিত হয় গল্পের একেবারে শেষ প্রান্তে। সাম্যবাদী চেতনায় বিশ্বাসী সুকু দেখে তার বাবা একদিন একটা ইঁদুর মারার কল নিয়ে এসেছে বাজার থেকে এবং তাতে কিছু ইঁদুর ধরা পড়েছে। ইঁদুর ধরা পড়ার মধ্য দিয়ে সুকুর পরিবারের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন হওয়ায় মনে হয় গল্পের পটপরিবর্তনের আশার আলো উদ্ভাসিত।

৩. গবেষণার যৌক্তিকতা

সাহিত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি। জ্ঞানের যে শাখা রয়েছে তার মধ্যে সাহিত্য হচ্ছে প্রাচীনতম শাখা। সাহিত্য মূলত বাস্তবের তথ্যচিত্রেরই ভাষাগত প্রকাশ (খান, ২০১৭ : ১)। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে ছোটগল্প অন্যতম। স্বল্পকথায় সামাজিক বাস্তবতার ছবি ফুঁটে ওঠে এর অবয়বে। গল্পকারকে তাই ভিন্নরকম কৌশল বা শৈলীর আশ্রয় নিতে হয়। ক্ষুদ্রতর বয়ানে সামাজিক আখ্যানের বিনির্মাণে সিদ্ধহস্ত গল্পকারের নির্মিত বয়ান প্রতীকী তাৎপর্য ভাষ্যে প্রকাশিত হয়। তাই নানামাত্রিক ব্যঞ্জনায় এর অর্থঅনুধাবনে সচেষ্ট হন পাঠক ও গবেষক। ছোটগল্পের সামাজিক বাস্তবতায় রচিত সোমেন চন্দের ইঁদুর গল্পটি সার্থকতায় সমুজ্জ্বল। ভাষাশৈলী ও রচনার চরিত্রায়নে এর বহুমুখিতা পাঠককে যেমন চিন্তার জগতে নিয়ে যায়, তেমনি পাঠকের মনে বহুবিধ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ভাবিয়ে তোলে নিরন্তর। সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ গল্পের সারতা অনুধাবনে বিস্তর আলোচনা লক্ষণীয়। কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক ও শৈলীগত দিক থেকে এ বয়ানের বিশ্লেষণী লেখা নেই বললেই চলে। সঙ্গত কারণে বিষয়টি নিয়ে গবেষণার যৌক্তিকতা রয়েছে।

৪. গবেষণা পদ্ধতি

এ গবেষণাটি সম্পন্ন হয়েছে দ্বৈতীয়িক উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে। এখানে বর্ণনাকেই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বেশি। তাই গবেষণাটি মূলত বর্ণনামূলক।

৪.১ তথ্য-সংগ্রহের উৎস

সোমেন্দ চন্দ রচিত 'ইঁদুর' গল্পই আলোচনার মূলপাঠ্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এছাড়া গবেষণাকর্ম সম্পাদনের জন্য দ্বৈতীয়িক উৎস অর্থাৎ বিভিন্ন গ্রন্থ, সাময়িকী, প্রবন্ধ, নিবন্ধ প্রভৃতি উৎসে পর্যালোচিত ও আলোচিত সোমেন চন্দের ইঁদুর বিষয়ক আখ্যানে উল্লেখিত উপাত্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

৫. ইঁদুর গল্পের প্রেক্ষাপট নির্ণয়

সাহিত্য লেখার সময়-কাল উল্লেখপূর্বক গবেষণার যৌক্তিকতার বহুবিধ কারণ বিদ্যমান। দেশ কাল এবং সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। কাল ও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে সমাজ-মানসে যে তরঙ্গ-কম্পন জাগে, বিশেষ সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা সমাজে ছড়িয়ে পড়ে নতুন প্রত্যয়ে। বস্তুত, কোন কালের সাহিত্যই পারিপার্শ্বিক জীবন ও বাস্তব প্রেক্ষিতকে অস্বীকার করতে পারে না (মিয়া, ১৯৯৪)। মহাশ্বেতা দেবী বলেছেন, 'সাহিত্যকে শুধু ভাষা, শৈলী, আঙ্গিক নিরিখে বিচার করার মানদণ্ডটি ভুল। সাহিত্য বিচার ইতিহাসপ্রেক্ষিতে হওয়া দরকার। লেখকের লেখার সময় ও ইতিহাসের প্রেক্ষিতে মাথায় না রাখলে কোনও লেখককেই মূল্যায়ন করা যায় না (চক্রবর্তী, ২০০৪)। অন্যভাবে বলা যায়, গভীরতর জীবনবোধ, অনুসন্ধিৎসা ও অভিজ্ঞতাপুষ্ট কোনো সৃজনপ্রতিভার যুগচেতনা, ইতিহাস ও সমাজসতর্কতার যথার্থ সমন্বয় ঘটলে সেই শিল্পিমানস সার্থকতার চূড়া স্পর্শ করে। আর সে কারণে সৃজন-সমকালীন জীবনস্রোত ও সমাজপ্রবাহের সঙ্গে শিল্পীর সত্তাগত আত্মীয়তার নিবিড় প্রতিচ্ছবি সকল সার্থক সৃষ্টিকর্মেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিস্ফুটিত হয় (হক, ২০১৮)।

ইঁদুর গল্পটি রচিত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে। ব্রিটিশ শাসকদের অধীনে এদেশবাসী বারবার নিপীড়িত হয়েছে। শাসকশ্রেণির শোষণে জনজীবন যেমন নিগৃহীত হয়েছে তেমনি উভয় মহাযুদ্ধের প্রভাবে সাধারণ পরিবারে এসেছে দারিদ্র্য, শোক আর বঞ্চনা (হানুম, ১৯৯৭)। ইঁদুরের সঙ্গে সংসারের অভাব অনটনের বিষয়টি সাঙ্গীকৃত হয়েছে মাত্র। সংসারে ইঁদুর যেমন সর্বদা উৎপাত ও বিরক্ত করে তোলে সবাইকে তেমনি সংসারের অভাব অনটনে জর্জরিত মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রাত্যহিক জীবনের আলোচনাও এসেছে প্রসঙ্গক্রমে। মূলত শ্রেণিবাদ ও বৈষম্যবাদী চিন্তার কষাঘাতে জর্জরিত সমাজের আখ্যানে সোমেন চন্দের শ্রেণিবৈষম্যহীন ও সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই এই ইঁদুর গল্পের মূল প্রেরণা।

৬. ছোটগল্প ও শৈলীর সম্পর্ক নিরূপণ

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে ছোটগল্প একটি। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার চেয়ে ছোটগল্পের উদ্ভব অনেক পরে। 'অর্থাৎ ছোটগল্প সাহিত্যের কনিষ্ঠতম আঙ্গিক। কবিতা, নাটক, উপন্যাস, এমনকি প্রবন্ধেরও পরে ছোটগল্পের সৃষ্টি' (কামাল ও অন্যান্য, ২০০০ : ১৯)। এটি 'সাহিত্যের একটা অত্যন্ত জনপ্রিয় ও অর্বাচীন ধারা। বাংলা সাহিত্যের ছোটো গল্প অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের সৃষ্টি হলেও সব চাইতে জনপ্রিয় ও বিপুল বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত' (অলিউল্লাহ, ২০০৫ : ১০৫)। অত্যন্ত পরিমার্জিত বাক্যে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত গল্পই ছোটগল্প বলে আখ্যায়িত করা হয়। এজন্যে এতে বাহুল্যবর্জিত, রসঘন ও নিবিড় শৈলীর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ছোটগল্পে পাত্র পাত্রী বা চরিত্রের

সংখ্যা খুবই কম থাকে বলে এর প্রকাশভঙ্গি বা শৈলীর ব্যবহার ভিন্ন হয়ে থাকে। ছোটগল্পের সূচনা ও শেষ নাটকীয়তায় রূপ নেয়। বলা হয় যে মানবজীবনের কোনো ঘটনা খণ্ডিত আকারে এ গল্পে প্রকাশিত হয়। ছোটগল্প পাঠ শেষে পাঠক তার রস্বাদনে এমনভাবে নিমগ্ন হন যে তিনি গল্পের ভিতরে প্রবেশ করে তার মনে জানার জগতের বিস্তৃতি ঘটান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *সোনার তরী* কাব্যের 'বর্ষাযাপনে' বলেছেন, অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে/ 'শেষ হয়ে হইল না শেষ'। ছোটগল্প ও শৈলীর মধ্যকার সংযোগ অন্বিষ্ট। ছোটগল্পের শৈলীর স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। অন্যভাবে বলা যায়, 'সংযত ও সংহত পরিধিতে বাহুল্য, তত্ত্ব, উপদেশ ইত্যাদি বর্জিত মানব-জীবনের কোনো এক বিশেষ ক্ষুদ্র মুহূর্ত বা ঘটনা অবলম্বিত গদ্যরীতিই হলো ছোটগল্প' (অলিউল্লাহ, ২০০৫)। কারণ একই বিষয় ভিন্ন শৈলী প্রকাশের কারণে তার রূপবৈচিত্র্য পৃথক হয়ে থাকে। অ্যাশার বলেছেন, 'Style is a way of doing it. Style in language behavior thus, becomes an alternative ways of expressing the same content.' (Asher, 1993 : 4375)। সোমেন চন্দ রচিত ইঁদুর গল্পে বিশেষ শৈলী ব্যবহারের মাধ্যমে গল্পকে সার্থকভাবে রূপায়িত করেছেন। তিনি এ গল্পে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে যথাযথ শৈলী উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে সামাজিক বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। কারণ 'সাহিত্য চিরন্তন, তার উপজীব্য হচ্ছে চিরকালের মানুষ' (চৌধুরী, ২০০৮ : ৬৪)। এই মানুষের জয়গানই শৈলী উপস্থাপনায় বিধৃত হয়েছে সোমেন চন্দের 'ইঁদুর' গল্পে।

৭. চরিত্র বিশ্লেষণ

ছোটগল্পের চরিত্রের সংখ্যা কম তবে প্রয়োজনীয়। তাই চরিত্রের ধরন বিশ্লেষণ ও তার ভূমিকা নিরূপণ অতীব গুরুত্ব বলে বিবেচিত হয়। ব্রিটিশ ভাষাবিজ্ঞানী মাইকেল হ্যালিডে সাহিত্যের ভাষার ক্রিয়াশীলতাকে তিনভাগে বিন্যস্ত করেছেন- ১. লেখককেন্দ্রিক (writer oriented) ২. পাঠককেন্দ্রিক (reader oriented) ও ৩. চরিত্রকেন্দ্রিক (character oriented) (N. and others. 1992: 133)। সোমেন চন্দের ছোটগল্প ইঁদুর রচনায় চরিত্রের বাহুল্য নেই। যে কয়েকটি চরিত্র রয়েছে তা খুবই প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ। এ গল্পে ভাষার সুনিপুণ ব্যবহার রচনাকে গতিশীল করে তুলেছে। বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে মৌখিক ভাষার সঙ্গে সাহিত্যিক ভাষার একটা নিবিড় সংযোগ লক্ষণীয়। সংসার জীবনের গতানুগতিকতাকে প্রকাশ করার জন্য সোমেন চন্দ তাঁর 'ইঁদুর' গল্পে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, সংসার ও সমাজের প্রতিচ্ছবি, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা-প্রাপ্তির এক অবারিত সমারোহের চিত্রপট অঙ্কন করেছেন (হাই, ১৯৯৪ : ১৪)। নিচে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রধান চরিত্র: প্রধান চরিত্র সুকু (সুকুমার), মা (কনক) এবং বাবা তবে বাবার নাম এখানে উল্লেখ নেই। সুকুর বাবা বলেই পরিচিত। সাধারণত গল্পের চরিত্র বিচার করা হয় চরিত্রের শারীরিক চেহারা, সক্রিয়তা অথবা বাচনভঙ্গি নিরীক্ষার মাধ্যমে।

ইঁদুর গল্পে সুকুমার (সুকু) চরিত্রটি প্রধান হয়ে ওঠেছে। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুকু সংসার নামক যন্ত্রে জর্জরিত। মননে ও চিন্তনে এবং শারীরিক কাঠামোয় সেই ব্যক্তিত্ব মূর্ত হয়ে ওঠেছে। তার মায়ের প্রতি মমতা ও পিতার প্রতি বিরাগ বিরাগ থেকে সে পারিবারিক স্বেচ্ছাচারিতার অক্টোপাস থেকে মুক্তির পখ খোজে। যদিও মুক্তি পায় না। অর্থাৎ সংসারের স্বেচ্ছাচারিতার অপ্রতিরোধ্য প্রবল স্রোতের প্রতিকূল থেকে নিরন্তর মুক্তির পথ খোঁজার মধ্য দিয়ে নিরূপায় সুকু অন্যদিকে রাজনৈতিক মুক্তির স্বেচ্ছাচারিতা, অশ্লীল বাদানুবাদের নির্মমতা প্রভৃতি প্রপঞ্চ তাকে মুক্তিকামী করে তোলে। স্বাধীনতাকামী সুকু তাই সমাজের বোঝা হয়ে ধরা দেয়নি বরং সমাজসংস্কারে সমাজের নীতিনির্ধারক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কাতারে তার অবস্থান। অন্যায়-অত্যাচারের তীব্র দহন থেকে মুক্তির পথপ্রদর্শক হিসেবে সুকুর আত্মভাবনাকে মূল্যায়ন করা তাই জরুরি। 'ইঁদুর' গল্পে তার চরিত্রের সেই বিশেষ ভূমিকার কথাই সোচ্চারিত প্রতিধ্বনি। সুকুর মা কনক লজ্জাশীল, ভীরু ও মায়ামায়ী ও স্নেহশীল। সুখ-দুঃখ সহ্য করার শক্তি তার অনেক। সংসারে তার কর্মব্যস্ততা আছে, কিন্তু সংসার যাত্রায় তিনি সংসারে তেমনটা গুরুত্ব পান না স্বামীর কাছ থেকে। গল্পে তার সংলাপ নেই বললেই চলে। তার বাচনভঙ্গিও সোচ্চার নয়। প্রায়শই তিনি নিরুত্তর। গল্পে তাকে দেখা যায় অসহায় নারী হিসেবে। গল্পের নিম্নোক্ত উক্তিতে এই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সহজেই প্রতিভাত হয়-

১। কেমন অসহায় দেখাল ওকে।

২। আর সেই স্বর্ণাভ সুকুমারের মা ওই ঠাণ্ডা মেঝের ওপর সামান্য কাপড় বিছিয়ে শুয়ে আছে।

৩। গলার স্বর এমন অকাতর থাকে।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে অসহায়ত্ব স্পষ্ট হলেও সংসারের কাজে সুকুর মাকে পরিশ্রমী ও কর্মব্যস্ত রূপে দেখা যায় প্রায় সময়। নিচের উক্তিতে এর স্বাক্ষর মেলে-

> ওদিকে কর্মব্যস্ত মাকে দেখতে পাচ্ছি। গভীর মনোযোগে তিনি তাঁর কাজ করে যাচ্ছেন, কোথাও এতটুকু দৃষ্টিপাত করবার সময় নেই যেন। কাঁধের ওপর দুই গাছি খড়ের মতো চুল এলিয়ে পড়েছে, তার ওপর দিয়েই ঘন-ঘন ঘোমটা টেনে দিচ্ছেন, পরনে একখানা জীর্ণ মলিন কাপড়, ফর্সা পা-দুটি জলের অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত বিশীর্ণ হয়ে এসেছে। পেছনে নারু ঘুরে বেড়াচ্ছে (পৃ. ৯০)।

সুকুর বাবা সুকুর বাবার কোনো নাম নেই। কর্মজীবনের পরিচয়ও নেই। তিনি কেবল সুকুর বাবা এবং সংসারের কর্তা। তার চরিত স্থির নয়। তার চরিত্র ক্রিয়াশীল। তার ক্রিয়াশীলতা ধরা পড়ে ভাব ও ভাষাভঙ্গিতে। তার ভাবভঙ্গি, কথাস্রোত, কণ্ঠস্বরের উঠানামা, উত্থাপন-পতন, পরিবার-প্রীতি তার স্বতস্ফূর্ত গান অথবা দমফাটা হাসি প্রভৃতি দিয়ে তার চরিত্রকে চেনা যায়। এই চরিত্রের বৈপরিত্য লক্ষ করার বিষয়। তার সংগীতপ্রিয়তা, স্নেহমমতা, শিক্ষা, পরিবার-প্রীতি, বংশকৌলিন্যের আভিজাত্য থাকলেও

হয়তো অভাবের চাপে তিনি রূঢ়ভাষী, কর্কশ-কঠিন। উত্তর শোনার চাইতে প্রশ্ন করার প্রবণতাই তার বেশি। তার ভাষিক প্রতিক্রিয়া স্বতস্ফূর্ত।

১। পিতা চরিত্র ফুটে ওঠেছে প্রধানত জেস্চারের মাধ্যমে–তাড়াতাড়ি কথা বলা, হা হা করে হাসি, প্রাণখোলা হাসি, গলার স্বর বোমার মতো ফেটে পড়া

২। সুকুর বাবা শিক্ষিতের মতো ভাষণে ও কথায় ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে। গ্রেট ম্যান, থিওরি।

৩। অশ্লীল শব্দের ব্যবহারও তিনি করেছেন-শয়তান মাগি।

ইঁদুর গল্পের চরিত্রগুলি অত্যন্ত যুগোপযোগী এবং গল্পানুগ। এ প্রসঙ্গে নিচের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য-

> চরিত্রগুলির জীবনদর্শনও ভিন্নমুখী। সুকুর মা ইঁদুরের ভয়ে ত্রস্ত কিন্তু মমতাময়ী; তাই ইঁদুরকে মারতে চান না, সংসারকেও তিনি একইভাবে আগলে রাখতে চান। সুকুমারের বাবা কঠোর, প্রভুত্বপ্রিয় ও ভোগবাদী। সাম্যবাদে তিনি বিশ্বাস করেন না। ছদ্ম-দার্শনিকের ভূমিকা সময় সময় পালন করেন সংসার-পলাতক ও পালক এই পিতা ও স্বামী। ইঁদুরের উৎপাতে তিনি মাথা ঘামান না, কেবল নিদারুন পরিস্থিতি সামলাতে দার্শনিক রচনা বচন ও উপদেশ বর্ষণ করেন। সুকুমার একটি বিশেষ মতাদর্শের স্বপ্নজগতে বাস করে। তার কিছু একটা করে দেখানোর বাসনা প্রবল কিন্তু পারিবারিক জীবনে সে নিঃসঙ্গ বিষণ্ন। মায়ের ওপর তাঁর ভালোবাসা অটুট হলেও সে অর্থহীন জীবনের মানে খুঁজে পায় না। ইঁদুরের উৎপাত বন্ধ করার ক্ষীণ চেষ্টা দারিদ্র্যের তাড়নায় তাকে নিশ্চল করে রাখে। কিন্তু তবু সে উত্তরণের পথ খুঁজে পায়। গল্পের শেষে তার সব সমস্যার উত্তর মেলে (মজমদার ও মজুমদার, ২০১০: ২৬২)।

৮. ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

প্রচলিত সাহিত্যবিচারে সাধারণত টেক্সটকে কেন্দ্র করে বিষয়বস্তু, প্লট, চরিত্র, প্রতীকী বিশ্লেষণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক হিসেবে সক্রিয় থাকে। কিন্তু আঙ্গিকবিন্যাসই সাহিত্যবিচারের মূল উপলক্ষ্য নয়। ভাষাবিজ্ঞান এখানে অনন্য শৃঙ্খলা হিসেবে ঔপাদানিক বিশ্লেষণে অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। ব্যাকরণিক উপাদানের কাঠামোর নিরিখে সাহিত্য বিচার এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য নয় বরং ভাষাবিজ্ঞানের আদলে সাহিত্যের শৈলীর স্বরূপ অন্বেষণই এখানে অনিবার্য প্রত্যয়। ভাষাবিজ্ঞানের মৌলিক উপাদানসমূহ ব্যবহারের মাধ্যমে টেক্সটের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশেষ্লণই এখানে অপরিহার্য। উলম্যান 'ভাষার শৈলীবিজ্ঞাগত পদ্ধতিকে দুটি প্রকরণগত দিক থেকে বিভক্ত করেছন: ১. প্রকাশমান প্রকরণ বা expressive devices এবং ২. ভাষা বিজ্ঞানগত প্রকরণ বা evocative devices' (দাস, ২০১৩ : ১৫)। এক্ষেত্রে কেউ কেউ দুটি শর্ত পূরণের কথা উল্লেখ করেছেন- ১. That there is a meaning in a text put in by a writer

which has to be finished out by the reader/hearer/ analyst in order for the impressive process to take place (Birch, 1991 : 21). ২. That a text can be treated (Read, 1998 : 2)।

সোমেন চন্দের ইঁদুর গল্পের শৈলীবিচারে ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান অন্বেষা প্রযুক্ত হয়েছে। এ গল্পে তিনি শব্দব্যবহার, শব্দসাযুজ্য, শব্দসামীপ্য, শব্দ, বাক্য, অনুচ্ছেদ প্রভৃতি যেভাবে প্রয়োগ করেছেন তা বিশ্লেষণ করলে শৈলীবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যসমূহ সহজেই বিশ্লেষণযোগ্য হয়ে ওঠে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

৮.১ শব্দ হলো ভাষার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শব্দপ্রয়োগের ওপর ছোটগল্পের সার্থকতা নির্ভরশীল। সোমেন চন্দ্র রচিত ইঁদুর গল্পে সচেতন প্রয়াসে শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। এতে শব্দপ্রয়োগে বৈচিত্র্য আছে কিন্তু বাহুল্য নেই। ইডিয়মের ব্যবহার রচনাভঙ্গিকে সাবলীল ও বস্তুকেন্দ্রিক করে তুলেছে–কাসুন্দি, ইয়ার্কি, কান্নাকাটির ন্যাকামি, সাংঘাতিক প্রেম, শয়তানি মাগি, খালাস, বাহাদুরি, ইস ইত্যাদি। ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ আছে: মিটিং, অ্যারেঞ্জ, ট্যাকটর, পয়েন্টম্যান, গানার, হুইসল, এঞ্জিন, ব্যারিস্টার, সিরিয়াস, গ্রেটম্যান, থিওরি। ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার ভাষাকে কথ্যধর্মী করে তুলেছে-হি হি করে বোকার মতো হাসতে লাগলো; দুখের ভাঁড়টি একপাশে হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে আছে, কয়েক ফোটা জল টলটল করছে প্রভৃতি।

হাসি সংশ্লিষ্ট ধন্যাত্বক শব্দের প্রয়োগে অর্থগত বৈপরিত্য সৃষ্টি করা হয়েছে = হি হি/হো হো/ খিল খিল করে হাসা। জোরালো হাসি বোঝাতে- হাসিতে গুম গুম করতে লাগলো।

তৎসম শব্দের ব্যবহার: সর্পিল, সিড়ি, ভগ্ন নারীকণ্ঠ, মাংসহীন শরীর, মানসিক অবনতি, চিরন্তনী চিত্র, সীমাহীন মরুভূমি, উর্দ্ধবাহু সন্নাসী, মৃদু-গম্ভীর গানে, পারিবারিক স্বেচ্ছাচারিতা প্রভৃতি।

তদ্ভব বা বিদেশি শব্দগঠিত বিশেষণে কথ্যভাষার আবেগ ও প্রসারণশীলতা লক্ষ করার মতো- হিটলারি দম্ভ, শুকনো স্ত্রী, ইদুর-মারা কল, ছড়ানো কাপড়, পুরোনো কাসুন্দি, প্রাণখোলা হাসি, ইনিয়ে বিনিয়ে কথা।

৮.২ বাক্য হচ্ছে ভাষার বৃহত্তম উপাদান। যেকোনো ভাষার বাক্য অসীম। গল্পে এই বাক্যের সুষম ব্যবহার গল্পকে অন্যমাত্রায় নিয়ে যায়। ভাষায় ব্যবহৃত বাক্যগুলির মধ্যে সঙ্গতি (cohesion) থাকতে হয়। এই বাক্যগুলির সম্পর্ক দেখানো হয়েছে বাড়ি নির্মাণের সঙ্গে; বাড়ি তৈরিতে যেমন ইট, বালি, বিমের সাথে সম্পর্ক। টোলেনের মতে, 'The linguisitic means by which sentences are woven together to make texts, a process called cohesion. The starting-point for such a study is the view that texts are made up of sentences, just as a house, are made up of bricks, posts, beams, and so on (Toolan, 1998 : 23)। 'ইঁদুর' গল্পে নানাধর্মী বাক্যের ব্যবহার গল্পকে গতিশীলতা দান করেছে। সুকু, সুকুর বাবা ও

কনক তথা সুকুর মার সংলাপে ও বাক্য ব্যবহারে বাক্যের এই স্বাতন্ত্র্য সহজেই প্রতিভাত হয়। সুকুর বাক্যরীতিতে এক অভিনব শিল্পকৌশল আবিষ্কার করা যায়। এখানে ন্যারেশনের গণ্ডি পেরিয়ে বক্তা যেন বক্তব্য থেকে বেরিয়ে আসেন এবং সেইসঙ্গে শ্রোতাদের মধ্যে বিস্ময় এবং সংশয় আবেগের সংক্রমণ ঘটান। মন্তব্যগুলি বিস্ময়সূচক, সংক্ষিপ্ত এবং পূর্ববাক্যের সঙ্গে বৈপরিত্য সৃষ্টি করে।

সুকুর বাক্যিক রীতি ন্যারেশন, ডায়ালগ এবং রিফ্লেকশন এ আধারিত। তবে সংলাপের অংশ কম। কথাবার্তা হয় সাধারণত মা ও সুকু এবং সুকু ও বাবার মধ্যে। বাক্যগুলি সাধারণত প্রশ্নবোধক ও বিস্ময়সূচক। কর্মবাচ্যের সংগঠন নেই বললেই চলে। দীর্ঘ জটিল বাক্যের প্রয়োগও কম।

> সেই শিক্ষা আজ দিলে কই? আমি কী করব? আমার কিছু করবার আছে কি?
>
> কনক? ও কনক?
>
> প্রৌঢা কনকলতা অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোনো উত্তর দিলেন না, কোনোবার কঁকিয়ে ককিয়ে ওঠলেন, কোনোবার উঃ আঃ করলেন। আমি এদিকে রুদ্ধ নিশ্বাসে নিম্নগামী হলুম। বালিশের ভিতর মুখ গুঁজে হারিয়ে যাবার কামনা করতে লাগলূম। লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠলুম, শরীর দিয়ে ঘামের বন্যা ছুটল।

গল্পের শেষের দিকে কয়েকটি ইঁদুর ধরা পড়ার মধ্য দিয়ে সুকুর বাবার দাম্ভিকতা ফুটে ওঠে। সুকুর বাবার কোনো নাম নেই, কর্মজীবনের পরিচয়ও নেই। তিনি কেবল সুকুর বাবা এবং সংসারের কর্তা। গল্পের শেষে আছে চমৎকার বাক্যের উপস্থিতি যা পাঠকে ভালোবাসার আবেশে মোহিত তো করেই আবার একই সঙ্গে প্রাপ্তির প্রত্যাশাও জাগ্রত করে-ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, কয়েকটা ইঁদুর ধরা পড়েছে। বাক্যের মধ্যে আবার একধরনের নেতিবাচক ও বিদ্রুপের ইঙ্গিত লক্ষণীয়-এরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তান বটে, কিন্তু না খেয়ে মরে। নিরিবিলি থাকতে চাইলেই কি থাকা যায়?

৮.২.১ এ গল্পে দীর্ঘ জটিল বাক্যের প্রয়োগ তেমনটা দেখা যায় না।

যেমন: বাবার স্নেহময় কথায় আমি হাসিনে, কেমনে বাঁধে, যথেষ্ট বয়স হয়েছে কিনা, এক কুড়ি বছর তো পেরিয়ে চললুম।

ভাষাকে প্রবহমান করার জন্য সরল বাক্যের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। এ জাতীয় সরল বাক্য ভাষার গতিকে যেমন বেগবান করে তেমনি এক বাক্যের সঙ্গে আরেক বাক্যের সংযুক্তিকে পারস্পরিক করে তোলে।

৮.২.২ সুকুর বর্ণনায় দীর্ঘতম যৌগিক বাক্যের বিন্যাসের চমৎকার দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। এখানে প্রতিটি সরল বাক্যের শেষে কমা, পুনরুক্তি, সমান্তরতা এবং কর্তাকে কর্মরূপে প্রয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া ছোট ছোট বাক্যগুলির মধ্যে একটা মিল বা সংযোগ সহজেই নিরূপণ করা যায়। যেমন-

> আকাশের নীলিমায় চোখকে সিক্ত করে আমি দেখতে পেলুম চওড়া রাস্তার পাশে সারি-সারি প্রকাণ্ড দালান, তার প্রতি কক্ষে সুস্থ সবল মানুষের পদক্ষেপ, সিঁড়িতে নানারকম জুতোর আওয়াজ, মেয়ে-পুরুষের মিলিত চিৎকার ধ্বনি পৃথিবীর পথে-পথে বলিষ্ঠ দুয়ারে হানা দেয়, বলিষ্ঠ মানুষ প্রসব করে, আমি দেখতে পেলুম ইলেকট্রিক আর টেলিগ্রাফ তারের অরণ্য, ট্যাক্টর চলেছে, মাঠের পর মাঠ পার হয়ে-অবাধ্য জমিকে ভেঙ্গে চুরে দলে-মুচড়ে, সোনার ফসল আনন্দের গান গায়, আর যন্ত্রের ঘর্ষণে ও মানুষের হর্ষধ্বনিতে এক অপূর্ব সংগীতের সৃষ্টি হল।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে সোমেন চন্দ রচিত 'ইঁদুর' গল্পটি ভাষাগত সফল শৈলীর উৎসারণ। শৈলীবিচারে এ গল্পের প্রতিটি শব্দ, সংযোজক অব্যয়, ক্রিয়া, যতি, বাক্য, অনুচ্ছেদ এমনকি প্রতিটি পর্বের উচ্চারণ বিশ্লেষণীয় (সেন, ২০০১ : ১৫)। 'ইঁদুর' গল্পের চিত্রকল্প ও ভাষণরীতির ধরন ও কৌশল যথার্থ শৈলীর পরিচায়ক। কারণ শৈলীবিজ্ঞানে চিত্রকল্প, ভাষণ প্রভৃতির সমবায়িক রূপ হলেও ভাষার অনুসন্ধান ও শৈলীগত অনুধাবন দুটি প্রক্রিয়াই এখানে বর্ণনাযোগ্য হয়ে ওঠে। তাই বলা হয়েছে- 'It is concerened with linguistic values, not with historical development. Naturally, any stage in the evolution of a language can become the subject enquiry, but the approach will always be descriptive (Ullmann, Stephen, 1957 : 10)।

৮.৩ ইঁদুর গল্প বিশ্লেষণে আধুনিক তত্ত্ব প্রয়োগ

সাহিত্য বিশ্লেষণে বর্তমানে আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন উপাদানের বা কৌশলের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। এসব উপাদানের সাহায্যে সাহিত্যের অন্তর্নিহিত প্রত্যয়গুলি ব্যাখ্যা করে তার বস্তুনিষ্ঠ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। 'ইঁদুর' গল্প বিশ্লেষণে তাই এসব উপাদানের উল্লেখ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নিচে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস রয়েছে।

৮.৩.১ প্রমুখনতত্ত্বের (foregrounding theory) প্রয়োগ: প্রমুখন হলো ভাষিক উপাদানের সচল বিন্যাসকে কাজে লাগিয়ে মূল ভাবকে ফুটিয়ে তোলা। চ্যাপমানের ভাষায় প্রমুখন হচ্ছে - 'The word foregrounding is used to describe the kind of deviation which has the function of bringing some items into artistic emphasis so that it stands out from its surroundings (Chapman. 1989 : 48)। প্রমুখনতত্ত্বের পুরোধা হলেন মুকারোফস্কি। সাহিত্যবিচারে তিনি প্রমুখনতত্ত্বের সার্থক প্রয়োগ করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য- '...the standard language is the background against which is reflected the aesthetically intentional distortion of the linguistic components of the work' (Mukarovsky. 1970 : 42)। 'ভাষার নানা বিচ্যুতি বা বিসারণ (deviations) কীভাবে এক বা একাধিক বিষয়কে পাঠকের সামনে তুলে ধরছে-যাকে শৈলীবিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয় 'প্রমুখন' বা 'foregrounding'- তা সম্যকভাবে উপলব্ধি করা

একান্ত প্রয়োজন' (চট্টোপাধ্যায়, ২০০৯ : ৮৪)। ভাষায় প্রমুখন মূলত দুভাবে গঠিত হতে পারে। এক, নিয়মের আতিশয্যের (extra- regularity) মাধ্যমে; দুই, নিয়মের ব্যত্যয়ের (deviation) মাধ্যমে। 'ইঁদুর' গল্পে নিম্নোক্ত প্রমুখনের ব্যবহার লক্ষ করা যায়-

১। শব্দ বা শব্দগুচ্ছের ব্যবস্থা যেমন- 'ঘরের সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করে নিয়েছি ভালো করে ভাবার জন্যে। আমার কাঁচা শরীরের হাত দুটি কেটে ভাসিয়ে দিলে জলে'।

২। বৈপরিত্যসূচক বাক্য সংযোজন করেও প্রমুখণ সৃষ্টি করা যায়। যেমন- 'এরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তান বটে, কিন্তু না খেয়ে মরে, এরা তৈরি করেছে বাগান তবে ফুলের সুবাস দেখে না'।

৩। পুনরুক্তির মাধ্যমে এখানে প্রমুখণের আশ্রয় নেয়া হয়েছে: 'আমি ফিরে এলুম। সাম্যবাদের গর্ব, তার ইস্পাতের মতো আশা, তার সোনার মতো ফসল বুকে করে আমি ফিরে এলুম, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। পরিহাস! পরিহাস'!

৮.৩.২ সমান্তরতার (parallelism) প্রয়োগ: টেক্সটের কোনো উপাদানের ব্যাকরণগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যদি সংগঠনের মধ্যে সাদৃশ্য থাকে এবং তা পুনরায় ব্যবহৃত হয় তবে তাকে বলা হয় সমান্তরতা। কোনো পাঠধারায় ব্যাকরণগত উপাদানের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যদি সংগঠনের সাধর্ম্য থাকে এবং পুনরাবর্তিত হয়, তখন সমান্তরতা সৃষ্টি হয় (Zhirmunsy, 1985)। সমান্তর গঠনের মূল গঠন সম্পর্কে জি, ফ্রে লীচ বলেছেন, 'in any parallestic patterns there must be an element of identify and contrast' (Leech, 1994 : 66)। সাদৃশ্য, বৈপরিত্য প্রভৃতির মাধ্যমে এই সমান্তরতা সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ একই ধরনের ভাষিক উপাদান বা ভিন্ন ভিন্ন ভাষিক উপাদানের সাদৃশ্য ও বৈপরিত্যের মাধ্যমে এই সমান্তরতা সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। যেমন-'বাতাসের সঙ্গে খাতির করে **ভেসে আসবে,** জোর করে কানের ভিতর ঢুকবে, আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কানের ভিতর **ঢুকবে**, আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আমার মনের মাটিতে **লাথি মারবে'**।

৮.৩.৩ রূপকের ব্যবহার: সাধারণভাবে বলা যায়, উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হলে যে অলঙ্কার ব্যবহৃত হয় তা-ই হলো রূপক। রূপক শব্দটি ইংরেজি metaphor এর প্রতিশব্দ। এই metaphor এর সমার্থ শব্দ হচ্ছে allegory; পূর্বে এ শব্দটিই ব্যবহৃত হত বেশি। বর্তমানে রূপক বুঝাতে metaphor শব্দটিই ব্যবহার করা হয়। 'রূপক'-এ বাহ্যিক রূপের আড়ালে কোনো এক অন্যতর অর্থ ব্যঞ্জিত হয় (চট্টোপাধ্যায়, ২০০৯ : ৭৭)। উপমান (vehicle) ও উপমেয়ের (tenor) মধ্যে অভেদ কল্পনা বোঝাতে রূপক অভিধাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইঁদুর গল্পে সোমেন চন্দ রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন:

ক) 'সুকু দেখে একদিকে ক্ষণজীবী ও অসহায় মা, হরিণের মতো ভীরু, পাতলা পরিচ্ছন্ন শরীরখানি বেঁকে একখানা কাস্তের আকার ধারণ করেছে'।

খ) 'এই ইঁদুর আজকের সমাজেও উপস্থিত। এই ইঁদুর তার তীক্ষ্ণ দাঁতে কোথায় না কাটে। ইঁদুর বই কাটে, টাকা কাটে, কাপড় কাটে, সংস্কৃতি কাটে, অর্থনীতি কাটে, লেপ-তোষক বালিশ সবই কাটে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় এই ইঁদুর দেশও কাটে'।

গ) 'আমাদের বাসায় এত ইঁদুর বেড়ে গেছে যে আর কিছুতেই টেকা যাচ্ছে না। তাদের সাহস দেখে অবাক হতে হয়। চোখের সামনেই যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদলের সুচতুর পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়ার মতো ওরা ঘুর বেড়ায়, দেয়াল আর মেঝের কোণ বেয়ে বেয়ে তর তর করে ছুটোছুটি করে'।

৮.৩.৪ *পদগত বা শ্রেণিগত (paradigmatic) সম্পর্ক ও বাক্যিক বা পরম্পরাগত (syntagmatic) সম্পর্ক অন্বেষণ*: ভাষার উপাদানগুলির পরস্পরের সম্পর্কের ভিত্তি কেমন সে সম্পর্ক আলোচনা করেন সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীগণ। এ সম্পর্ক দুধরনের- পার্শ্বিক বা অন্বয়গত syntagmatic এবং বৈকল্পিক বা নির্বাচনগত- paradigmatic (সরকার, ১৯৮৬ : ১৩০)। 'যখন কোনো ভাষিক বস্তু একই প্রতিবেশে সমধরনের অন্য কোনো ভাষিক বস্তুর সাথে বৈপরিত্য সৃষ্টি করে বা একটির বদলে অন্যটির ব্যবহার করা যায়, তখন সেগুলোর মধ্যে যে-সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠে, তাকে বলা হয় পদগত বা শ্রেণিগত সম্পর্ক। অন্যদিকে ভাষার বাক্যগঠনের বা ভাষার পদক্রমের নিয়ম অনুসরণ করে যে সম্পর্ক তৈরি হয় তা হলো বাক্যিক বা পরম্পরাগত সম্পর্ক (আজাদ, ১৯৯৯ : ৪০-৪১)। অন্যত্র এ দুয়ের সম্পর্ক ও সাহিত্যে এর আবশ্যিকতার কথা স্পষ্ট হয়েছে- 'কোনো ভাষিক চিহ্নের সম্পূর্ণতা আনতে এর অন্তর্ভুক্ত চিহ্নসমূহের রৈখিক (systemetic) ও উল্লম্ব (paradigmatic) বিন্যাস যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা রঁলা বার্থ এর কাপড় নির্বাচনের সঙ্গে স্যাদশ্যপূর্ণ' (জাহান, ২০১৪ : ৪৬)। সোমেন চন্দের ইঁদুর গল্পে এই রীতির ব্যবহার সহজেই প্রতিভাত হয়। যেমন: আকাশের নীলিমায় দুই চোখকে সিক্ত করে আমি দেখতে পেলুম চওড়া রাস্তার পাশে সারি সারি প্রকাণ্ড দালান, তার প্রতি কক্ষে সুস্থ সবল মানুষের পদক্ষেপ। এখানে আমি দেখতে পেলুম...দালান...প্রভৃতি। বাক্যের উপাদানগুলির পদগত বা শ্রেণিগত উপাদানের মধ্যে ভেদ থাকলেও তাতে সমান্তরাল প্রয়োগের সার্থকতা রয়েছে।

৮.৪ দ্যোতক (signifier) ও দ্যোতিতের (signified) সম্পর্ক

শব্দকে চিহ্ন হিসেবে বিবেচনা করে তাকে ফার্দিনান্দ-দ্যা-সোস্যুর দুভাগে ভাগ করেছেন-একটি হলো দ্যোতক (signifier) আর অন্যটি হলো দ্যোতিত (signified)। দ্যোতক হলো বস্তু নির্দেশক চিহ্নসমষ্টি, অন্যদিকে দ্যোতিত হচ্ছে ধ্বনির প্রকাশিত

অর্থ। সাংগঠনিক সাহিত্যতত্ত্বে টেক্সটের বস্তুজগৎ ও লেখক-নিরপেক্ষ একটি স্বতন্ত্র সংস্থান। সাহিত্যকৃতির গঠনই তার অর্থ নির্ধারণ করে, পূর্ব নির্ধারিত অর্থের ভিত্তিতে কোনো টেক্সটের অর্থ নির্ধারিত হয় না। স্যোসুর বলেন, 'In Language there are only differences without positive terms' (Saussure, 1916 : 120)। চিহ্নবিজ্ঞানী সাহিত্যিকগণ মনে করেন, শব্দ মাত্রই চিহ্ন এবং একটি সমগ্র বাক্যে বা সমগ্র টেক্সটের শব্দ হলো চিহ্নায়ক। এই চিহ্নায়ক কখনই একটি মাত্র অর্থ দ্যোতিত বা চিহ্নিত করে না। শব্দ বা চিহ্নায়ক একটি ধারণা দেয় মাত্র এবং অর্থ সন্ধান করলে পাঠককে অগ্রসর হতে হয় নিজস্ব অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা, সময়, কল্পনাশক্তি ও প্রতিবেশকে কেন্দ্র করে। কারণ চিহ্নায়ক ও চিহ্নিতের মধ্যে সব সময় কার্যকারণ সম্পর্ক থাকে না। ইঁদুর গল্পে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এখানে শব্দের ওপর অর্থ আরোপ করে টেক্সটকে আরও ভাবের দ্যোতনায় ব্যঞ্জিত করা হয়েছে। যেমন:

১। এক হিটলারি দম্ভে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ২। ইঁদুরেরা আমায় পাগল করে তুলবে না। ৩। হলুদ বাটায় রঙিন শীর্ণ হাতখানা। ৪। বাবার গলার স্বর রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে বোমার মতো ফেটে পড়ল। ৫। বাবাকে ছেলেমানুষী পেয়ে বসল।

৮.৫ বক্রোক্তি

শ্রোতা কতৃক বক্তার বক্তব্য গৃহীত না হয়ে যদি অন্য কোন অর্থে গৃহীত হয় তাহলে তাকে বক্রোক্তি বলে। ইঁদুর গল্পে এরূপ বক্রোক্তির উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন-

১। আরে, মানুষের জান নিয়ে টানাটানি, দুখ খেয়ে আর কী হবে বলো?

২। আমি কি মানুষ নই? আমি এত খেটে মরি আর তোমরা ওদিকে ফূর্তিতে মেতে আছ?

৩। সংসারের দিকে একবার চোখ তুলে চাও?

৪। তোমরা থিওরিটা বার করেছ ভালোই। ...বুঝলে পণ্ডিতমশাই।

৫। তোমাদের রাশিয়া কেবল সাধুরই জন্ম দিয়েছে, লেলিন তো মস্তবড় সাধু ছিলেন, তেমনি টলস্টয় ছিলেন কিন্তু ওরা লাঠির সঙ্গে পারবেন কি?

৯. গল্পকারের মানসিক প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ

সাহিত্য ও সমাজের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য, প্রত্যক্ষ এবং শাশ্বত। তাই সাহিত্যিককে তাঁর সমাজ সম্পর্ক সচেতন হতে হয়। সমাজ ও পরিবেশের নানা প্রত্যয় তাঁর মনের গহীনে রেখাপাত করে। সামাজিক মানুষ হিসেবে শিল্পী- সাহিত্যিকেরা ব্যক্তিক আন্তর গরজে সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন। তাই বলা হয়েছে-'each writer has his own particular form of a style which bears the stamp of his personality' (Ullman, 1957 : 1)। তিনি স্বাভাবিকভাবেই একটি সমাজ কাঠামোর আন্তর গঠন দ্বারা প্রভাবিত হন

এবং এই প্রতিক্রিয়া তাঁর মননে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। সমাজ সংগঠনের সুস্পষ্ট প্রভাবে বিকশিত হয় লেখকের জীবনবোধ (সরকার, ২০০৭)। এই বোধ তৈরি হয় তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া থেকে। ছোটগল্পের মনোভূমি বলতে মনস্তত্ত্বধর্মী ছোটগল্পের স্বরূপ ব্যাখ্যা নয়। একজন লেখক কেন ছোটগল্প রচনায় উৎসাহী হন, কেউ কেউ কেনই-বা ছোটগল্পকে তার শৈল্পিক আত্মমুক্তির প্রধান মাধ্যমরূপে ব্যবহার করেন, ছোটগল্প রচনার নেপথ্যে কোন বিশেষ মানসিকতা সক্রিয় থাকে, ছোটগল্পের মনোভূমি বলতে ঠিক তা-ই আমরা বুঝব (গঙ্গোপাধ্যায়, ২০১৪ : ১৭)। সোমেন চন্দ 'ইঁদুর' গল্প লেখার মধ্য দিয়ে তাঁর আদর্শবোধ ও অন্তরাত্মাই প্রকাশ করেছেন।

ছোটগল্প তৈরি হয় ইমপ্রেশন থেকে। ইঁদুর গল্পে সোমেন চন্দের সেই ইমপ্রেশন ধরা দিয়েছে আবশ্যিকরূপে।

১০. পাঠকের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ

একজন লেখকের লেখার উদ্দেশ্য হলো পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। যে লেখক যত বেশি পাঠকের কাছে পৌঁছাতে পারেন তিনি তত বিখ্যাত হন। ব্রিটিশ ভাষাবিজ্ঞানী মাইকেল হ্যালিডে সাহিত্যের ভাষার ক্রিয়াশীলতাকে তিনভাগে বিন্যস্ত করেছেন- ১. লেখককেন্দ্রিক (writer oriented) ২. পাঠককেন্দ্রিক (reader oriented) ও ৩. চরিত্রকেন্দ্রিক (character oriented) (N. and others. 1992: 133).

ছোট গল্পে সামাজিক বাস্তবতার ছবি আঁকা হয় বলে এর গ্রহণযোগ্যতা সমাজের কাছে সমধিক। তাই পাঠকের প্রতিক্রিয়াকে ছোট গল্প বিচারে গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। কারণ গল্পটি পাঠের পর তা পাঠকের হৃদয়ে কতটা গভীর তল স্পর্শ করতে সক্ষম হলো তা হচ্ছে গল্পের শিল্প ও সৃষ্টি সাফল্য পরিমাপের মানক। শৈলীবিজ্ঞান যেহেতু সৃষ্টিশীল তাই ছোটগল্পের সামগ্রিক উপস্থাপন কাঠামো, ভাষারীতি কৌশল আলোচনার পর তার সঙ্গে পাঠকের প্রতিক্রিয়া যুক্ত করতে আগ্রহী। তা না হলে সমালোচকের সহযোগিতার জন্য শুধু বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তা খণ্ডিত হতে বাধ্য। আর শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শৈলী বিশ্লেষণ যেহেতু একটি যৌক্তিক এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কাজেই অসম্পূর্ণ বা খণ্ডিত বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোন সিদ্ধান্ত দেয়ার প্রক্রিয়াকে সে সমর্থন করে না। ইঁদুর গল্পের ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলির যথার্থ বিন্যাস লক্ষণীয়। গল্পটি পাঠের পর পাঠক লেখকের সঙ্গে সহজেই যোগসূত্র স্থাপন করতে পারেন। কারণ সমাজের বাস্তবতায় রচিত এ গল্পটি জীবনবোধকে নাড়া দেয়, এর শিল্পকৌশল ছাপিয়ে পাঠকের মনে স্থান নেন লেখক সমাজেরই একজন হয়ে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির সামাজিক বাস্তবতার এক অপূর্ব তথ্য-সমাবেশ ঘটেছে এ গল্পে। নিচের উক্তিতে এর সত্যতা সহজেই অনুমেয়-

> মধ্যবিত্ত শ্রেণির অর্থনৈতিক অবস্থার অসামঞ্জস্য ফুটিয়ে তুললেও সোমেনের গল্পে সুস্থ পারিবারিক জীবনের কাঠামোটি কিন্তু তেমন ভেঙ্গে পড়ে না। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক অনেক সময়েই দেহ-সম্পর্কমাত্র-এমন ইঙ্গিত থাকলেও তা সর্বত্রক হয়নি কখনও। মাতা ও পুত্রের সম্পর্ক সবসময়ই স্বার্থহীন স্নেহ ও গভীর মমতাময় শ্রদ্ধার বন্ধনে বাঁধা। অল্পবয়সে নিজের মাকে হারিয়ে বালক সুমন বিমাতাকেই মা বলে জেনেছিলেন। সেই জানা যে কত গভীর ছিল তা তাঁর আঁকা মাতৃচরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে বোঝা যায়। মা-র সঙ্গে গভীর বিশ্বাসের নিকট-সম্পর্ক তাঁর সৃষ্টিকর্মের বহু অংশেই প্রকাশিত হয়েছে, চিনিয়ে দিয়েছে লেখকের মনকে (চক্রবর্তী, ২০০৪ : ২২৮)।

১১. উপসংহার

বিংশ শতকের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালপর্বে সোমেন চন্দের আগমন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তো বটেই বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বিনির্মাণে নবতর সংযোজন। দারিদ্র্যের সর্বগ্রাসী উৎপীড়ন যেমন প্রাত্যহিক জীবনের প্রতি পর্বে বিরূপ প্রভাবে বিভাবিত তেমনি মধ্যবিত্ত পরিবারের সহনশীলতার অনন্য দৃষ্টান্ত এই ইঁদুর। দিনরাত সর্বদা ইঁদুরের উৎপীড়নের মতো পীড়াদায়ক হয়ে ওঠেছে দারিদ্র্যের অভিশাপ, সেই অনাকাঙ্ক্ষিত প্রত্যয় থেকে বাঁচার অভীপ্সা যেমন সর্বদা জাগ্রত তেমনি ঔপনেবিশক শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার এই গল্পের অন্যতম চরিত্র সুকু। সব মিলে একটি দারিদ্র্যক্লিষ্ট অসহায় পরিবারের আখ্যান উল্লেখের মাধ্যমে মূলত তৎকালীন সমাজের চিরাচরিত বাস্তব চিত্র প্রকাশিত হয়েছে–যেখানে অর্থ একটি বড় প্রভাবক হিসেবে উপস্থিত। তবে গল্পের শেষাংশে সেই প্রত্যাশিত অর্থপ্রাপ্তির মধ্য দিয়েই আশার আলো সঞ্চারিত হয় সুকুদের পরিবারে। গল্পটির ব্যঞ্জনা তাই সর্বাগ্রে গ্রহণীয়-ইঁদুর ও দারিদ্র্যভীতির অসহায়তা থেকে যথার্থ মুক্তির পথ খুঁজতে প্রয়োজন সংহতি ও মিলিত প্রচেষ্টা। এই বার্তা প্রেরণের মাধ্যমেই গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং শেষ বাক্যে তার সফল পরিণতি গল্পটিকে অনন্যমাত্রায় উত্তীর্ণ করেছে।

তথ্য-নির্দেশ

আজাদ, হুমায়ুন। (১৯৯৯)। *অর্থবিজ্ঞান*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী

অলিউল্লাহ, কাজী মুহম্মদ। (২০০৫)। *সাহিত্যের দিগ্ দিগন্ত*। ঢাকা: নভেল পাবলিশিং হাউস

কামাল, বেগম আকতার ও অন্যান্য। (২০০০)। ছোটগল্প। (সম্পা.) মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *বাংলা ভাষা-১: সাহিত্য*, ১৯-২৫, ঢাকা: বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

খান, গালিব আহসান। (২০১৭)। সাহিত্য ও দর্শন। (সম্পা.) বিশ্বজিৎ ঘোষ। *সাহিত্য পত্রিকা*, ১-১২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: বাংলা বিভাগ

গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। (২০১৪)। *ছোটগল্পের সীমারেখা*। কলিকাতা: বাক-সাহিত্য প্রা. লি.

চক্রবর্তী, সুমিতা। (২০১২)। *ছোটগল্পের বিষয়-আশয়*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি

চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল। (২০০৯)। *সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। কলকাতা: রত্নাবলী

চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম। (২০০৮)। *নির্বাচিত সাহিত্যসমালোচনা*। ঢাকা: মৌলি প্রকাশনী

জাহান, জেনিফার। (২০১১)। বাংলাদেশে চিহ্নবিজ্ঞান চর্চা: বাস্তবতা ও সম্ভাবনা। (সম্পা.) হাকিম আরিফ। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান পত্রিকা*, ৪৩-৬২

দাস, ঝন্টু। (২০১৩)। শৈলীতত্ত্ব ও ছোটগল্পে জীবনানন্দীয় শৈলী। কলকাতা: অভিযান

মজুমদার, পরেশ ও মজুমদার, অভিজিৎ (২০১০)। *বাঙলা সাহিত্যপাঠ শৈলীগত অনুধাবন*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং

মিয়া, মজিরউদ্দিন। (১৯৯৪)। *গল্পগুচ্ছের সমাজ ও জীবন*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী

সরকার, পবিত্র। (১৯৮৬)। *কবিতার ভাষা*। (সম্পা.) অঞ্জন সেন, শৈলীবিজ্ঞান: স্ট্রাকচারালিস্ট প্রাগ ভূমিকা,১২২-১৪০, কলকাতা: অমি প্রেস

সরকার, শিপ্রা সরকার। (২০০৭)। *সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব প্রসঙ্গ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য*। ঢাকা: আজকাল

সেন, নবেন্দু। (২০০১)। *বাংলা গদ্য: স্টাইলিসইটকস*। কলকাতা: মহাদিগন্ত

হক, সৈয়দ আজিজুল (২০১৮)। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*। ঢাকা: কথা প্রকাশ

হাই, মুহম্মদ আবদুল। (১৯৯৪)। আমাদের সাহিত্যের ভাষা। (সম্পা. হুমায়ুন আজাদ), *মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, ১৫-২২, ঢাকা: বাংলা একাডেমী

হানুম, খালেদ। (১৯৯৭)। *বাংলাদেশের ছোটগল্প*। ঢাকা: এ্যাডর্ন পাবলিকেশন

Birch, D. (1991). *Ways of Analysing Text*. Routledge: London

Chapman. R.(1989). *Linguistics and Literature*, London: Edward Arnold

Leech, G. (1994). *A Linguistic Guide to English poetry*. Longman

Mukarovsky J. (1970). *Aesthetic function, norm and value as social facts*. Mich: An Arbor

N. Krishnaswamy, S.K Verma and M. Nagarjan. (1992). *Modern Applied Linguistics.* Madras: Macmillan

R.E Asher. (1993). *The Encyclopedia of Language and Linguistics*. London and New York: Pergamon Press

Read, H. (1998). *English Prose Style*. New Dehli: Kalyan Publishers

Saussure, Ferdinand de. (1916). *Coure de Linguistique Generale*. London: Fontana

Ullmann, Stephen. (1957). *Style in the French Novel*. Cambridge university Press

Toolan, Michael. (1998). *Language In Literature.* London: ARNOLD

Zhirmunsky, V.M. (1985). *Selected writings*. Moscow: Progress publishers